সংবাদ,

তারিখ 2।2।৮১ ... পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৪ ...

৩২৬ ... 087

প্রাথমিক শিক্ষকদের প্রতি কাজে যোগ দেয়ার আহ্বান

প্রধানমন্ত্রী শাহ আজিজুর রহমান দেশের ৮০ লাখ শিশুর শিক্ষার স্বার্থে আর কালক্ষেপ না করে কাজে যোগদানের জন্য ধর্মঘটী প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

বাসস জানায়, গতকাল রোববার রাতে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকারকে একথা বাধ্য হয়ে বলতে হচ্ছে যে, এই ধর্মঘটের ফলে শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই প্রাথমিক স্কুলগুলোর লাখ লাখ ছাত্রের লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে।

শাহ আজিজ তার বিবৃতিতে সরকারের ভূমিকার পুনরুল্লেখ করে বলেন, সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে উচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছেন এবং চলতি পাঁচসালা পরিকল্পনায় আনুমানিক ৩৭৮ কোটি টাকা ব্যয়ে স্মরণকালের সবচাইতে বড় ধরনের উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন।

(শেষ পৃঃ ৬এর কঃ দেখুন)

প্রাথমিক শিক্ষক

(১ম পাতার পর)

তিনি বলেন, এটা পরিকল্পনা মেয়াদে শিক্ষা খাতের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশী।

প্রধানমন্ত্রী সরকারী প্রাথমিক স্কুলগুলোর শিক্ষকদের সমস্যা, চাকরির নিয়মাবলী ও প্রাথমিক শিক্ষার প্রশাসনিক পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখা এবং স্কুলসমূহের যথাযথ অর্থ পরিচালনা ও শিক্ষকদের চাকরির নিরাপত্তা বিধানের উদ্দেশ্যে শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে একটি কমিটি গঠনের কথাও উল্লেখ করেন।

শাহ আজিজ বলেন, সরকারী প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক সমিতির ৩ জন প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত কমিটি সর্বসম্মতভাবে বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষক প্রশাসন, পদ্ধতি বিকেন্দ্রীকরণের সুপারিশ করে।

তিনি বলেন, কমিটি এইমর্মে আরো সুপারিশ করেছে যে, সরকারী প্রাথমিক স্কুলের প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব সরকার নির্ধারিত প্রতিটি মহকুমা। বা এই ধরনের ভৌগোলিক এলাকার জন্য সংসদে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে গঠিত স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা উচিত। স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরাও অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষের কার্যপরিচালনার অন্তর্ভুক্ত থাকবে শিক্ষক নিয়োগ, পোষ্টিং বদলি ও পদোন্নতি এবং সরকারের দায়িত্ব হবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ শিক্ষকদের চাকরির সুবিধা নির্ধারণ নিয়মাবলী প্রণয়ন ও তা কার্যকর করা। তিনি আরো বলেন, শিক্ষকদের নিয়োগবিধি প্রণয়ন ও কার্যকর করার বিষয় সরকারের উপর ন্যস্ত থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তুলনামূলক সরকারী কর্মচারীরা যেসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন স্থানীয় শিক্ষাকর্তৃপক্ষের আওতায় শিক্ষকদের বেতন অবসরভাতা, গ্রাচুয়িটি ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল নির্ধারণ ও তার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব সরকারের উপর থাকবে।

তিনি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন সরকারের নির্ধারিত প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় তহবিলের নিশ্চয়তা বিধান করবেন।

শাহ আজিজ উল্লেখ করেন, কমিটি আরো সুপারিশ করেছে যে, প্রস্তাবিত স্থানীয় শিক্ষা-কর্তৃপক্ষের অধীনে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকগণ এখনকার মতই চাকরির সুবিধা ভোগ করবেন এবং তাদের অসুবিধা সৃষ্টি করে চাকরির কোন শর্তাবলীর তারতম্য বা পরিবর্তন করা হবে না।

প্রধান মন্ত্রী বলেন, সরকারী প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের সবরকম ন্যায্য অধিকার রক্ষার নিশ্চয়তা বিধানকারী কমিটির এই সুপারিশ এখন সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।